এড্‌মন্টন বিচিত্রা

একটি বাংলাদেশ-কানাডা এসোশিয়েশন অব
এড্‌মন্টন প্রকাশনা
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডঃ মোস্তফা হেনা
সম্পাদনায়
ডঃ মোহম্মদ মোর্শেদুল আলম
সহযোগীতায় নজরুল ইসলাম সিকদার

বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ ১৪১৩ সাল Volume 5
Number 1 March 31, 2007

Edmonton Bichitra

A publication of Bangladesh-Canada
Association of Edmonton
Founding Editor Dr. Mostofa Hena
Editor
Dr. Mohammad Murshedul Alam
Support-person Nazrul Islam Shikder

সম্পাদকীয়

এড্‌মন্টনে বসন্ত এসেছে। বরফ গলা কাদা মাখা পানি সেই কথাই জানান দিয়ে যাচ্ছে। তবুও স্মৃতির আঙিনায় যেয়ে কৃষ্ণচূঁড়া গাছে কোকিলের কুহুতান কান পেতে শুনে বসন্ত-আনন্দ অবগাহনে মন উন্মুখ হয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে, বিসিএই-এর নতুন সাংগঠনিক কমিটির আয়োজনে বিশ্ব-মাতৃভাষা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এবছরের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে ৩১শে মার্চ। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের টাইগারদের গর্জন আর উত্তাপ এড্‌মন্টনে আমাদেরকেও আন্দোলিত করছে।

উত্তর আমেরিকার প্রযুক্তি নির্ভর গতিশীল জীবনে থেকেও একটু ছোট মাছের চচ্চড়ি আর শরতের শিশির ভেজা শিউলি ফুলের গন্ধের নষ্টালজিক টানে ডঃ মোস্তফা হেনা ২০০২ এ দ্বিভাষীক এডমন্টন বিচিত্রার প্রকাশনা শুরু করেন। সেই পথ ধরে আজকে এডমন্টন বিচিত্রা পঞ্চম বর্ষে পা’ রাখলো। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কালের বহমান ধারায় কতটুকু গ্রহনযোগ্যতা থাকবে? রবীন্দ্রনাথের পংক্তিমালা আশার আলো দেখায়ঃ

“যে নদী মরু পথে হারালো ধারা,
জানি গো জানি তাও হয়নি হারা।“

তবুও ভাবতে ভাললাগে.........আজ থেকে একশ’ বছর পর আমাদেরই কোন এক প্রত্যয়ী সন্তান এডমন্টনে বাংলার মানুষের ইতিহাস খুঁজতে এসে যদি লেখে, “সেই সময় কতিপয় বঙ্গ- সন্তান মাতৃভাষা আর সাংস্কৃতির টানে শিকড়েঁর কাদামাটির গন্ধ মাখা এড্‌মন্টন বিচিত্রা প্রকাশ করিত।“...... সেই সাপেক্ষে আমাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার নয়।

সামনের দিনগুলোতে আরও কলেবরে এড্‌মন্টন বিচিত্রা প্রকাশের ইচ্ছে রইলো। সেই সাথে নবীন-প্রবীন সবার কাছ থেকে বর্তমান এডমন্টনের এবং মাতৃভূমির জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, কল্পনা এবং বিবিধ মাত্রিক চিন্তাভাবনার আংগিকে লেখা আহবান করছি। এই সংখ্যা পড়তে যেয়ে কিছু বাংলা বানানে আপনারা হোচঁট খেতে পারেন

(!)বাংলা টাইপিং সফটওয়ার ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
আপনাদের সবাইকে বসন্ত শুভেচ্ছা।
৩১ শে মার্চ ২০০৭
এড্মন্টন

BCAE President's statement

On behalf of the executive committee of Bangladesh Canada Association of EdmontonI (BCAE)I like to thank you for coming together to celebrate the International Mother Language Day and Independence Day of Bangladesh. We remember and honour the sacrifice of many of our brothers to establish Bangla as the official language that ultiamately motivated us for our independence from the oppresive regime of Pakistan. We pray for the magfirat of all the people who sacrifice their lives.To commomorate the shahid we, for the first time, hosted an event on February 22, 2007 to donate blood at the Edmonton Blood Centre, 27 Bangladeshi participated in that event. We will host similar event later this year in the Fall.

This year we will participate in the Edmonton Heritage Festival with two pavilions to offer our member to show case our heritage and culture as well as business opportunities. We will certainly require your ideas active participation to make it a success.
We like to take this opportunity to welcome our new members who came from cities of North America as well as from Bangladesh. Please extend support to them to make them feel at home.

Our next events are Mother's Day and Annual Picnic. Please visit our website at www.bcae.ca for details.
Thanks
M Hasan
President BCAE

2007 Executive committee Contact Information

President: Dr. Mohammad Mamun Hasan (432-2015 mhasan@telus.net)
Vice President: Rasel Mahboob Hossain (988-8560 mhrasel2000@yahoo.com
General Secretary: Shafiqur Rahman (468-5524 kabirrahman@yahoo.com
Treasurer: Dr. Mohammad Murshedul Alam (423-0697 murshedul2001@yahoo.com)

Executive Members:
Dr. Shanjida Khan (432-6567 shanjidak@yahoo.com)
Noor-e-Alam (450-1220)
Mohammad Nazrul Islam Sikder (604-7721 msikder2000@yahoo.com)
Ex-Officio: Dr. M. Hafizur Rahman (434-3426 mrahman@ualberta.ca)

BCAE Events Calendar 2007

1. Blood Donation at Canadian Blood Service Centre (Edmonton Blood Bank)
Saturday, February 24, 2007
2. International Mother's Language Day, Independence Day
Saturday, March 31, 2007. Pleasantview Community Hall
3. Mothers' Day:
Sunday, May 13, 2007. William Hawrelak Park.
4. BCAE Annual Picnic & Father's Day:
Saturday, June 16, 2007 . Wabamun Lake
5. Edmonton Heritage Festival:
August 4-6, 2007. William Hawrelak Park.
6. Eid Reunion (Eid-ul- Fitr), and Volunteer Appreciation Party:
October 20, 2007. (Venue to be announced later)
7. Annual General Meeting & Eid Reunion:
Saturday, December 29, 2007. Pleasantview Community Hall

স্পেন, মরক্কো, জিব্রাল্টার ও পর্তুগাল-এ আরও বারোদিন

ডঃ তপন চৌধূরী

২০০৫ এর জুলাই মাসে ১১ দিন স্পেন ভ্রমনের পর থেকেই পরিকল্পনা ছিল আবার যখন সুযোগ আসবে তখন স্পেনের না দেখা এলাকাগূলো দেখবার চেষ্টা করবো। বেশী দেরী না করে সে পরিকল্পনা পাক্কা করে ফেল্লাম। আবার ২০০৬ এর নভেম্বরে মাসে চলে আসলাম স্পেন-পর্তুগালে বেড়াতে।

শনিবার চৌঠা নভেম্বর বিকেলে এডমন্টন, ক্যালগারী, ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে স্পেনিশ এয়ারলাইনে এর জেট-প্লেনে মাদ্রিদ শহরে পৌছালাম রবিবার স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায়। বিশ মিনিটে মাদ্রিদ এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি করে আমাদের হোটেলে পৌছালাম। হোটেলটা পাঁচতারা না হলেও উঁচুমানের। গতবারের স্পেন ভ্রমনের সাথে এবারের তফাৎ হলো এই যে, মূলতঃ আমরা এবার একটা বড় গ্রুপের সাথে বাস ট্যুরে বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের সুযোগ পেলাম। ট্যুর ডিরেক্টর ছিলেন একজন মধ্যয়স্কা রোগা-পাতলা মহিলা, নাম মারিয়া মার্টিন, স্পেনের আন্ডালুসিয়ার অধিবাসী।

রবিবার সকাল ৮টায় আমাদের দূর পাল্লার বাস ৪৩ জন পর্যটক, ট্যুর ডিরেক্টর মারিয়া এবং জোসেফকে নিয়ে মাদ্রিদ শহর ছেড়ে স্পেনের মধ্যযুগীয় রাজধানী টলেডো শহরের দিকে রওনা করলো। সাড়ে ন'টার দিকে টলেডোতে পৌছালাম। কিন্তু ষোল মাস আগে আমার সহধর্মিনী নিলা এবং আমি অনেক ঘুরে দুইদিন ধরে টলেডো দেখেছিলাম। সেইজন্য এবার টলেডো দেখার উৎসাহ তুলনামুলকভাবে কম ছিল। টলেডোর পরে বাস এসে থামলো লা-মাঞ্চা এলাকার রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে। লা-মাঞ্চা নামটা মনে পড়ে, এই জায়গাটা অতি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ডনকিহোতের প্রেক্ষাপট। সেই রেস্টুরেন্টে আমরা ৪৫ জন লোক ভেজিটেবল সুপ, ডিমের ওমলেট, টোস্ট ইত্যাদি দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম। তারপর স্পেনের মালভূমির উপর সুন্দর হাইওয়ে দিয়ে বাসটা ঘন্টা চারেক চলবার পর আমাদের গন্তব্যস্থল কর্ডোভা শহরে পৌঁছলাম। কর্ডোভা দেখার ইচ্ছা অনেক দিনের। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে যখন ক্লাস ফাইভে 'স্পেনে মুসলিম সভ্যতা' প্রবন্ধটি পড়েছিলাম তখন থেকেই আমার মনে গাথা হয়ে আছে কর্ডোভা নামটা। পরদিন সকাল ৮টায় ট্যুর বাসটা পৌছালো বড় মসজিদের কাছে। হাজার বছরের পুরানো চিকন ইটের রাস্তা, সে রাস্তায় ট্যুর বাস একেবারেই চলতে পারবে না। তাই হেঁটেই দেখতে হলো শহরটা। স্থানীয় গাইড ছিল এমা--অনূর্দ্ধ ত্রিশ এর সর্নকেশী এক তরুণী। বললো, বড় মসজিদটা পৃথিবীর মাঝে অতুলনীয়, কারন এই মসজিদের ঠিক মাঝখানে আছে একটা বড় গীর্জা (বেল টাওয়ার সহ)। একই যায়গায় দু'টি সম্পূর্ন ভিন্ন ধর্মের উপাসনাগার পৃথিবীর মাঝে বিরল।

মধূভাষিনী এমার ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানলাম, ঐ মসজিদটা তৈরি হয় আবদার রহমানের শাসনকালে অষ্টম শতকে। হযরত মোহম্মদের মৃত্যু হয় সপ্তম শতাব্দীতে। ৭১১ সালে আবদার রহমান উত্তর আফ্রিকা থেকে এসে স্পেনের অনেক অংশ দখল করে নেন। তারপর মুসলিম শাসন চলে কয়েকশত বছর ধরে। আনুমানিক ৭৫০ সাল নাগাদ ঐ মসজিদের প্রথমাংশ নির্মাণ করেন। মসজিদের আরও অনেক সংবর্দ্ধন হয়। তার বর্তমান রূপ সেই সংযোজনের পরিচায়ক। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ সত্য হচ্ছে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। স্পেনের বহু শতাব্দীর মুসলিম শাসন ও তৎসম্পর্কিত মুর সভ্যতার অবসান ঘটে ১৪৯২ সালে। ১৪৯২ সালে রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইসাবেলা স্পেনকে আবার খৃষ্টীয় শাসনের আওতায় আনেন এবং আনতিবিলম্বে কর্ডোভার মসজিদের আংশিক পুর্ননির্মান এবং অদল-বদল ঘটিয়ে একটি ভাল মাপের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা সংযোজিত করেন। স্পেনে ঐ মসজিদ-গীর্জা নিয়ে কোন বাক-বিতন্ডা নেই। বহু

লক্ষ লোক শুধু ঐ যুগ্ম প্রতিষ্ঠানটিকে দেখার জন্যই কর্ডোভায় আসে। অনেকের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন ওঠে, কেন ওখানে গীর্জা বানানো হল ঐভাবে? আবার কেউ ভাববে, গীর্জা যখন বানানো হলই, তখন মসজিদটা রাখবার কি দরকার ছিল? এই প্রসংগে কোন এক কবির মূল্যবান উক্তি মনে পড়ছে, ‘বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।’ সেই পরিপ্রেক্ষিতে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের সমস্যার অন্য কোন বাঞ্ছনীয় সমাধান ছিল না? প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়।

(চলবে)

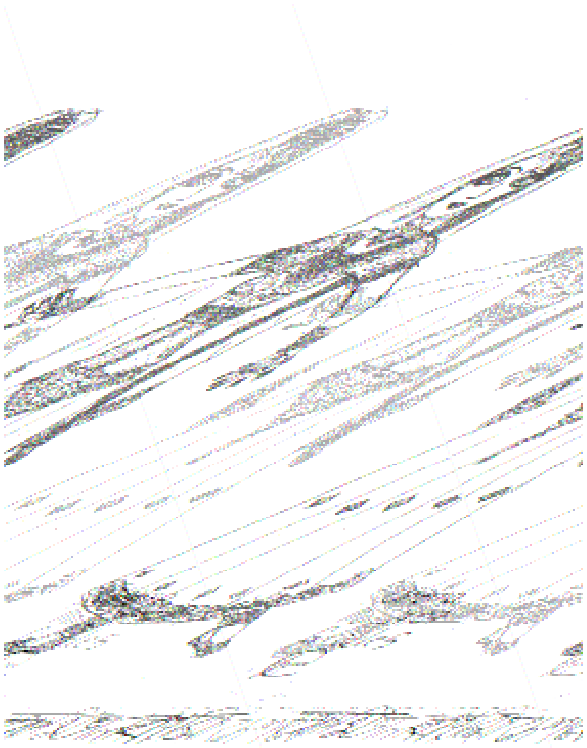

Information Corner:

Why is the Constitution Act of 1982 important in Canadian history?
It allows Canada to change the Constitution without asking approval of the British Government

Which legal documents protect the rights of Canadian with regard to official languages?
Canadian Constitution and Official Languages Act

Which three legal rights are protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms?
Right to life, not to be subjected to cruel of unusual treatment, fair trail

Why is the British North America Act important in Canadian history?
It made confederation legal

What are the three minerals still being in the territories today?
Gold, lead and aluminum

What are the three main types of industry in Canada?
Natural resources, manufacturing and service

What are the three mail groups of Aboriginal people?
First Nations, Métis and Inuit

Which province is the only officially bilingual province?
New Brunswick

ফুলেল সংবর্ধনা

নকিব আহমেদ

চৌধুরী সাহেবের পাজেরো জীপটি গ্রামে ঢুকতে লোকজন ছুটে এলো। চোখে কৌতূহল, মনে উৎকণ্ঠা। চৌধুরী সাহেব গাড়ী থেকে নেমে স্মিত হাস্যে বললেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেশবপুর আসতে সম্মত হয়েছেন।

গ্রামবাসীরা উল্লসিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে পরিবেশটা রূপ নিল উৎসবে। চৌধুরী সাহেবের মোটাসোটা শরীর। হেলে দুলে তিনিও সবার সাথে নাচতে লাগলেন।

চৌধুরী সাহেবের পুরো নাম মোফাজ্জল আহমেদ চৌধুরী। তার ব্যবসার অনেক ক্লায়েন্টই বিদেশী। অসল নাম উচ্চারন করা ওদের পক্ষে কস্টকর। সংক্ষেপে চৌধুরী সাহেবকে ওরা 'ম্যাক' বলে ডাকে। ব্যবসার স্বার্থে তাকে অনেক দেশে যেতে হয়। বিভিন্ন কালচারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছে। কথা বলেন বেশ গুছিয়ে। গ্রামে তাঁর রয়েছে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা।

ব্যবসায়ী মহলে তাঁর যথেস্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। তিনি শ্রম-নির্ভর উৎপাদনমুখী প্রকল্পে অর্থ লগ্নীতে আগ্রহী নন। তাঁর রয়েছে ট্রেডিং নির্ভর ব্যবসায়ীক নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন ইস্যুতে তাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের শরনাপন্ন হতে হয়।

তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজনীতিতে নামবেন এবং আগামী নির্বাচনে অংশ নিবেন। তাহলে তিনি দেশের নীতি নির্ধারকদের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারবেন। বাজেটে নির্দিস্ট পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক প্রভাবিত করে ব্যবসায়ীক ফায়দা নিতে পারবেন।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি ইদানীং নিয়মিত গ্রামে আসছেন। নির্বাচনের এখনো দু' বছর বাকি। তিনি অত্যন্ত দূরদৃস্টি সম্পন্ন লোক। ধাপে ধাপে তিনি এগুচ্ছেন কাঙ্খিত লক্ষ্যে। প্রথমে তিনি জোড় দিয়েছেন গ্রামের তরুন সমাজের উপর। একটি ক্লাব ঘর বানানোর পাশাপাশি দিয়েছেন টিভি-ভিসিআর। প্রতি সন্ধ্যায় ওখানে জমজমাট আসর বসে। গ্রামের মসজিদ উন্নয়নের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ জোগান দিয়েছেন। পাশের গ্রামে বাবার নামে চালু করেছেন একটি প্রাইমারি স্কুল। চৌধুরী সাহেবের দানশীলতায় গ্রামবাসীরা মুগ্ধ।

একজন সিনিয়র মন্ত্রীর সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠেছে। পার্টিকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয়ায় তার কদর বেড়েছে অনেক। সমীয় আদায়ে সক্ষম হয়েছেন পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের। নির্বাচনে পার্টির মনোনয়ন পেতে বেগ পেতে হবে না।

চৌধুরীর মাথায় চমৎকার আইডিয়া এসেছে। তিনি গ্রামে একটি শহীদ মিনার নির্মান করবেন। এটি একটি স্পর্শকাতর ইস্যু হিসেবে মিডিয়াতে বহুল আলোচিত হবে। দেশ বরেণ্য আর্কিটেক্ট দিয়ে তিনি শহীদ মিনারটি ডিজাইন করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন। ফেব্রুয়ারী মাস আবেগের মাস। আ মরি বাংলা ভাষা নিয়ে মিডিয়াতে আহাজারি শুরু হয়। একুশের আগ মুহূর্তে শহীদ মিনার নির্মানের ঘোষণাটি মিডিয়া লুফে নিবে। এবং সে সাথে তিনি মুক্তমনা ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের সহানুভূতি লাভে সক্ষম হবেন। এটাকে তিনি তার নির্বাচনী প্রচারনার অংশ হিসেবে দেখছেন।

খোশ মেজাজে সবাই চৌধুরী সাহেবের উঠোনে বসেছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের করণীয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। দফায় দফায় চা নাস্তা আসছে। গ্রামের বাড়িটি খুব সুন্দর করে সংস্কার করা হয়েছে। সবুজ উঠোনের চারপাশ জুড়ে রয়েছে রকমারী ফুল গাছ। মূল ফটক থেকে অন্দর মহল পর্যন্ত লাল সুড়কির রাস্তা, দু' পাশে কোমর সমান গাছ। সব কিছুতে সযত্ন পরিচর্চার ছাপ। ওপাশে রয়েছে ছোট্ট একটি ঝরনা। দেখতে স্বপ্নপুরীর মত লাগছে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলতে হবে। এর সাথে আমাদের গ্রামের মান-ইজ্জত জড়িত। তিনি সবাইকে নিজ নিজ কাজ বুঝিয়ে দিলেন এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানালেন।

ফুল সংগ্রহের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাকে বললেন, আমার দু' ট্রাক ফুল চাই। এর কোন নড় চড় হওয়া চলবে না। একুশে ফেব্রুয়ারী আর শহীদ মিনারের অর্থ হচ্ছে ফুলের বর্ণময় শোভা। ফুল ছাড়া একুশ অর্থহীন। আমাদের অনুষ্ঠান ১৮ই ফেব্রুয়ারী। ঢাকায় একুশে উদযাপনের জন্য প্রচুর ফুল লাগবে। আগে থেকে অর্ডার না দিলে ফুল পাওয়া যাবে না। মানি ইজ নো প্রবলেম। কিন্তু পর্যাপ্ত ফুল আমার চাই।

দীর্ঘ মিটিং শেষে লোকজন চলে গেলে মোফাজ্জল আহমেদ চৌধুরী ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। মাঘের শেষ। শৈত্য প্রবাহের কোন

রেশ নেই। আকাশ ভরা তারার মেলা। হালকা মিস্টি বাতাস বইছে। বড্ড মাদকতাময় পরিবেশ। আবেগে চৌধুরীর চোখ মুদে এলো। তিনি দেখছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেশবপুর গ্রামে প্রবেশ করছেন। বৃষ্টির মত ফুলের পাপড়ি পড়ছে তার উপর। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। ফুলের কার্পেট মাড়িয়ে মন্ত্রী মহোদয় প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

চৌধুরী সাহেব মনের আনন্দে মুঠো ভরে ফুলের পাপড়ি ছুড়ে মারলেন উর্দ্ধাকাশে। তিনি অনুভব করলেন, পাপড়িগুলো টাকার আকৃতি নিয়ে মাটিতে পড়ছে।

High Glow Jewellers

****

*135 Millbourn Mall, Edmonton, AB, T6K 3L6 T/F: 780-461-0942

*235 Northwood Mall, Edmonton, AB, T5E 5R8 T/F : 780-414-6076

10K, 14K, 18K, 22K, 24K

Quality Gold and Diamond Jewellery & Watch Repairs

CITIZEN-BULOVA-SEIKO

*TWO LOCATIONS TO SERVE YOU

My Grandfather’s Decease

Saqeeb Islam

It happened, just like that
I could never expect or accept it
Never, ever
I woke up and heard a sound
A destructive and damaging sound
My mother was crying
It was annoying
My mind was confused
Not sure what had happened?
What could be so bad that my mother had to cry like this?
Then she explained
He was gone…
My grandfather???
Forever???
I could not believe it
I did not want to believe it
But it was true
We all got dressed up and rushed outside to see the ambulance pass by
Then we drove to my cousin’s house
To see where my grandfather slept an eternal sleep
We set him in the ambulance, so that he would not fall
My whole family got in our own cars and followed close behind him
I asked my mother where are we going
And she said, Tangail

Your grandfather's home
When we arrived there we gave him his last bath
Then wrapped him in white cloth and dug a grave
We put him in and buried him in the ground
I still could not believe this was happening
We said our prayers
There was nothing else we could do
We had to leave right then
For our flight was on the very next day
So we had to say goodbye
Forever…

GREAT OFFER!!!
****
Complete computer with monitor, keyboard & mouse
*Play station games for sale
*Other accessories available
Address: Compute
102-10830-107 Ave (corner of 109-107 Ave) Edmonton, AB, T5H 0X3